বন্দি খাঁচার বুলি

বন্দি খাঁচার বুলি

প্রফেসর মীর্জা শামছুল আলম

বন্দি খাঁচার বুলি
প্রফেসর মীর্জা শামছুল আলম
০১৭৯৫৪৪৬১৮৬, ০১৭৬০১১৯৫৪৮
প্রকাশকাল * একুশে বইমেলা ২০২২
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
শান্তিকুঞ্জ মোড়, বিসিক রোড, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৫৫২-৪৬০৯৯৪, ০১৫৫৮-৪০৫৪৫৮
গ্রন্থস্বত্ব * লেখক
প্রচ্ছদ ও বর্ণ বিন্যাস * ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই * দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য * ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৩৫৫২-৫-০
ISBN: 978-984-93552-5-0
Bondi Khachar Buli by Professor Mirza Shamsul Alam
Published by Chayyanir. Shantikunja More, BSICIC Road,
Thanapara, Tangail, 1900.
Date of Publication: Ekushe Boimela 2022
Copy Right: Writer
Cover design & Book Setup: Chayyanir Computer
Price: TK. 150/- (One Hundred and Fifty Only)

উৎসর্গ

সিরাজ-উদ-দৌলা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

আমার জীবন সঙ্গিনী
কবিতা লেখায় উৎসাহদায়িনী
সহধর্মিণী
নাজমা সুলতানা ঝর্ণা
ও
আমার স্নেহধন্য শ্যালক
মো. আখতারুজ্জামান ফারুখ।

ভূমিকা

আমি কবি কিংবা সাহিত্যিক এসবের কিছুই নই; কবি কিংবা সাহিত্যিক হয়ে উঠার জন্য যে নিরন্তর প্রচেষ্টা ও প্রয়াস প্রয়োজন তার ন্যূনতম স্থিরতাও আমার মধ্যে নেই। তবুও যেহেতু আমি এই সমাজ ও এই দেশেরই একজন নগন্য মানুষ; তাই আমার চিন্তায় এই দেশ, এই সমাজ, এই সমাজের রাজনীতি না এসে পারে না। তারই ধারাবাহিকতায় দেশ মাতৃকার ডাকে মুক্তি সংগ্রামে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম। দেশকে হানাদার মুক্ত করার পর দেশ গঠনে ও ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলাম। শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছিলাম সোচ্চার। সামরিক শাসক গোষ্ঠী ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে আমাকে বন্দি করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ঠেলে দেয়। আমার কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চায়। কিন্তু প্রতিবাদ প্রতিরোধের কণ্ঠকে কোনোদিন কি অবরুদ্ধ করা যায়, না কি কেউ কোনোদিন অবরুদ্ধ করতে পেরেছে। জেলের অভ্যন্তরে বন্দি অবস্থায় আমার প্রত্যক্ষ করা অসংখ্য ঘটনার মধ্যে সামান্য কিছু ঘটনাকে কবিতার বাণীরূপ প্রদানের চেষ্টায় আমার এই কাব্যগ্রন্থ- 'বন্দি খাঁচার বুলি'।

এ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে অকুণ্ঠ সহযোগিতা দানের জন্য আমি আমার সহকর্মী মির্জাপুর কলেজের বাংলা বিভাগের জনপ্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক অধীর চন্দ্র সরকার, প্রকাশক জনাব বাচ্চু ভাই ও আমার একান্ত আপনজন, আমার প্রিয়তম সহধর্মিণী নাজমা সুলতানা (ঝর্ণা) এর নিকট ঋণ স্বীকার করছি। ছেলে মীর্জা রহমান সামজিদ উদ্ভাস, মেয়ে মীর্জা শামীমা সুলতানা তাঞ্জিল।

পরিশেষে সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি আমার কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বর্ণ। আমার বেপথু কবিতা যদি পাঠকদের এতটুকু ভাল লাগে- তবে মনে করবো আমার শ্রম সার্থক হয়েছে।

লেখক

সূচি

বন্দি খাঁচার বুলি ❒ ১১
উদ্ভাস ❒ ১১
তাঞ্জিল ❒ ১১
ঝর্ণা ❒ ১১
মা আমার সামছুন্নাহার ❒ ১১
চারিদিকে বিপ্লব, বিস্ময় আজ ❒ ১১
অম্লান যৌবন ❒ ১১
ফাঁসির মঞ্চে কর্নেল তাহের ❒ ১১
প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ ❒ ১১
বর্গা চাষী ❒ ১১
আদালত ❒ ১১
বন্দি ❒ ১১
রাজপথ ❒ ১১
বিপ্লব ❒ ১১
জাতীয় কবি নজরুল ❒ ১১
কমরেড মাওসেতুং ❒ ১১
দেয়াল লিখন ❒ ১১
জীবন যুদ্ধ ❒ ১১
জেগে উঠার প্রত্যয় ❒ ১২
কি পেলাম স্বাধীনতার কাছে? ❒ ১২
সাম্রাজ্যবাদ ❒ ১২
পথের দিশা ❒ ১২
হকার ❒ ১২
জাগ্রত সমাজ ❒ ১২
বেকার ❒ ১২
ইতিহাস ❒ ১২
ফরিয়াদ ❒ ১২
মাতৃভূমি ❒ ১২
বন্দির আর্তনাদ ❒ ১২
আমি সৈনিক ❒ ১২
ভালোবাসার বিদ্রোহ ❒ ১২
বন্দি প্রাণের আকুতি ❒ ১২
নবজাতকের সমাধি ❒ ১২
আর্ত প্রাণের আকুতি ❒ ১২
শতাব্দীর বুক ❒ ১২
সৃষ্টির প্রত্যয়ে ❒ ১২
মৃত্যু যাদের গন্তব্য ❒ ১১
লাল গোলাপ ❒ ১১
জীবন ❒ ১১
বন্দির চিঠি ❒ ১১
নারী মুক্তির মিছিল ❒ ১১
জনান্তিক সদরঘাট ❒ ১১
প্রাণের উচ্ছ্বাস ❒ ১১
মলিনার কথা ❒ ১১
ছাত্র ঐক্য ❒ ১১
বন্দির ফাঁসি ❒ ১১
রক্তের বন্ধন ❒ ১১
বন্দির চোখে বিদ্রোহের আগুন ❒ ১১
জীবন চলার পথে ❒ ১১
সূর্যোদয় ❒ ১১
বাংলার জন প্রান্তরে ❒ ১১
জীবন মৃত্যুর লাল সিঁড়ি ❒ ১১
সোনালি ভোর ❒ ১১
ঝরা গোলাপের ব্যথা ❒ ১১
মুক্তির পূর্বাভাস ❒ ১২
অপুর ক্ষুধা ❒ ১২
পতিতার প্রতিবাদ ❒ ১২
সবুজ প্রান্তরে রক্তের দাগ ❒ ১২
আলোর মশাল ❒ ১২
শাশ্বত ❒ ১২
শোকে ঢাকা বিজয় ❒ ১২
শিশুর অধিকার ❒ ১২
সমাধান চাই ❒ ১২
যে নদী সমুদ্রপথে ❒ ১২
পথিকের আহ্বান ❒ ১২
জীবন চাকা ❒ ১২
গার্মেন্টস কর্মী ❒ ১২
জন্মদাতা ❒ ১২
বোঝা টানার কুলি ❒ ১২
কাজের মেয়ে হাফেজা ❒ ১২
মাটিকাটা মাইঠ্যাল ❒ ১২

বন্দি খাঁচার বুলি

ইটের প্রাচীর লোহার গরাদ ঘেরা,
নির্মম ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার,
৭৭ এর জনতার মিছিল থেকে
বন্দি হয়ে ঠিকানা হলো আমার
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার।
প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বন্দিপ্রাণের
কত যে দুর্বিষহ ছবি দাগ কেটে গেছে
জীবন পাতায়, নির্বাক দর্শক আমি লোহার পিঞ্জরে।
জেলের অভ্যন্তরে, যা কিছু দেখেছি যা কিছু শুনেছি
কাগজের পাতায় লিখেছি তার ছবি
প্রতিবাদের কণ্ঠ স্তব্ধ
হাতে কলমটা মুষ্ঠিবদ্ধ।
প্রতিদিন ভোরের আযানের সাথে
ঘুম ভেঙে যায় জমাদারের ডাকে
ফাইল! ফাইল! ফাইল!
সকালে দুপুরে নিশিথে ফাইল!
বন্দি গণনার পালা।
দিন আসে দিন যায় চলে
সোমবার এলে বন্দিদের বুকে আতঙ্কে বেড়ে যায়
মহারথী ডিআইজি সাহেব আসছেন হুলস্থুল পড়ে যায়
খাতায় খাতায় ফাইলের পাতায়
ডিআইজির ফাইল !
বন্দিদের পায়ের জুতা খুলে সালাম দিতে হয়
জনাবের চরণতলে
ওহে সভ্য জগৎ চেয়ে দেখো
কোন পুস্তকে লেখা আছে,
মানুষ হয়ে মানুষের কাছে
মাথা ঠুকতে হয়।
একটু হেরফের হলে দাঁড়াতে হয়
জেল কোর্টের কাঠগড়ায়।
হাতে হাত কড়া, প্রহারে প্রহারে
কত যে রক্ত ঝরে তবুও নিস্তার নাই।

হে সমাজ দেখো সভ্যতা আজ ধুলায়
লুণ্ঠিত নিষ্ঠুর কারাগারে।
গণনা থেকে কারো রক্ষা নেই
বন্দি জীবনে ফাইল কত যে জ্বালা-যন্ত্রণা
ভুক্তভোগী তারাই কারাগারে বন্দি যারা
গণনা শেষে দুটি পোড়া রুটি একটু ভাজি ডাল,
দিনান্তে সামান্য পানি গোসলে লেগে যায় টানাটানি
ল্যাট্রিনে যেতে বিরাট লাইন।
খাবার তালিকায় যা লেখা
পিয়াজ, মরিচ, আদা, রসুন, মাছ, মাংস
তার সিংহভাগ চলে যায়
ডেপুটি সাব, জেইলার সাহেবদের বাসায়।
প্রতিদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই লৌহ কপাটে ঝুলে তালা।
জেলের ভাষায় 'দফা'
বাবুর্চি, ধোপা, দর্জি দফা
ঝাড়ুদার, ক্ষৌরকার, কামার, কুমার
রাজমিস্ত্রি, জলভরি আর মেথর
তাঁতি দফা খাটুনি পিটুনিতে
এদের জীবন হয়েছে রফা।
দেহে ক্লান্তি এলে ভুল ভ্রান্তি হলে
কর্তা সাহেবদের রক্তচক্ষু
পুট আপ কেইস টেবিলে
হাতে হ্যান্ডকাপ, পায়ে বেড়ী
শীর্ণ গাত্র হলেও মাথায় বোঝা
শরীরে কড়া লোহার শিকল।
সব লেঠা চুকে যায়
যদি কর্তা সাহেবরা উল্টা কেইসে
কিছু সালামী পান।
সেদিন ছমির কয়েদি
গভীর নিদ্রায় অচেতন ছিল বলে
রাত্রে শ্রম দিতে পারেনি।
সকালে দেখি ছমির কয়েদি কেইস টেবিলে
দাঁড়িয়ে আছে, স্ট্যান্ডিং হ্যান্ডকাপ নিয়ে।
তবুও চোখে মুখে তার প্রতিবাদের ছাপ।

কর্তা সাহেবদের পকেটে দু'এক প্যাকেট
সিগারেট পড়লে কি আর ছমির কয়েদীর এ দুর্দশা হয়
চেয়ে দেখ সভ্য মানুষ!
পুঁজির সমাজে কেমন করে জীবনকে পেছনে ফেলে
শোষকেরা শ্রম লুটে খায়?
জেলের ভেতরে মেডিকেল
প্রতিদিন প্রাণে প্রাণে মৃত্যু এসে হানা দেয়
এখানে। ঔষধের কথা বলতে মানা
রোগের কথা বললেই ডাক্তার সাহেবদের
চক্ষু লাল।
অর্থ দিলে ঔষধ মিলে
না দিলে সেবক কসাইদের গালাগাল।
মেডিকেল নয় এ যেন লুটের গুদাম,
সেবার আদর্শ এখানে ম্লান।
মহিলা ওয়ার্ড
নারীরা এখানে জরাগ্রস্ত সমাজের অভিশাপ,
কেউ অপরাধে কেউ বিনা অপরাধে,
কেউ ভালোবেসে প্রতারণার শিকার,
কেউ বা যৌতুকের বলিদান।
কারা প্রকোষ্ঠের বন্দি মা, বোনেরা
আজ যৌবনের উগ্রতার স্বীকার
বন্দি জীবনেও তাদের উপরে চলেছে
পাশবিক অত্যাচার।
পিঞ্জরে রুদ্ধ মায়ের কোলে
ক্ষুধার্ত শিশু ঘুমিয়ে আছে
প্রহরে প্রহরে আর্ত চিৎকার।
মা, জাগো কোথায় খাবার?
বাবা কোথায়?
ওহে সভ্য জগৎ, চেয়ে দেখো
মায়ের বোনের জাতিকে ওরা
প্রতিনিয়ত করিতেছে অপমান।
ওরাও একদিন ন্যায়ের হাত থেকে
পাবে না নিস্তার।
পাঁচ নম্বর, ছয় নম্বর ওয়ার্ড
এখানে আছে বালক-বালিকা
কিশোর-কিশোরীদের কত যে,
অসহায় আত্মার আর্তচিৎকার
বন্দি জীবনে তাদের কত যে করুণ ছাপ
প্রতিদিন ঐ কালো হাতের শিকারে
কত কিশোর কিশোরীকে ওরা জেলে ভরে।
এদের ওপরেও চলেছে পাশবিকতা
আর বলাৎকারের নগ্ন হিংস্রতা।
দেখো মানুষ চেয়ে দেখো সভ্যতা
আজ ধুলায় লুণ্ঠিত।
লেখা আছে কোন আইনের পাতায়?
ছয় বৎসরের মাছুম শিশুকেও
জেলের ঘানি টানতে হয়।
বেআইনের ধারক ও বাহক সকল জবাব চাই
জবাব দাও।
জেলের ভেতরে অসংখ্য সেল (ছোট খুপরি)
এখানে জ্ঞানহীন কারাবাস
জীবনের ইতিকথাগুলো
হৃদয়ের মাঝে ভিড় জমায় এখানে
কত যে পুঞ্জিভূত ব্যথা হৃদয়কে নাড়া দেয়
প্রকাশ করতে পারি না তা,
আমি যে বন্দি কারাগারে
পাঁচ নাম্বার খাতা ছয় নাম্বার খাতা
বিশ নাম্বার সেল পুরাতন জেল
দেওয়ানী ওয়ার্ড, এখানে রাজসাক্ষীদের কারাবাস
আট নাম্বার সেল
নয় নাম্বার সেল চৌদ্দ নাম্বার সেল,
জেলের ভেতরে অসংখ্য সেল।
বারবার মনে পড়ে। প্রিয়জন রয়েছে
কত দূরে স্বজনদের রেখে এসেছি
জীবন যুদ্ধের ময়দানে।
এই সেই চৌদ্দ নাম্বার ওয়ার্ড
নতুন জেল, এখানেই গুলি করে
হত্যা করা হয়েছে বাংলার

প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী
বঙ্গতাজ তাজউদ্দিন আহম্মেদ
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
কামরুজ্জামানের বুক ঝাঁঝরা
করা হয়েছিলো এই সেই
নীরব সাক্ষী ইটের দেয়াল লোহার শিক
পাষাণ চকি।
হায়রে অভাগা দেশ?
নিরাপদ কারাগারেও অসহায়
চার নেতার ঠাঁই হলো না।
ওরা বাঁচতে দিলো না তাঁদের।
লোহার রড দিয়ে ঘেরা
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সারিবদ্ধ সেল।
মাঝেই চল্লিশ সেল,
এখানে পাগলের আস্তানা,
একদিন ওরা সুস্থ মানুষ ছিল,
কিভাবে কেমন করে,
কারা ওদেরকে পাগল করে
পথে বের করে দিলো?
উত্তর চাই, কেউ নাচে, কেউ
উলঙ্গ, কেউ শূন্য থালা হাতে
ব্যাকুল খাদ্যের লাগি,
ওদের জীবনেও দেখা যায় শুধু
শোষণের অভিশাপ।
ঈদ-উল ফিতর
ঈদ-উল আযহা
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার,
হয়ে উঠে
সকল বন্দির মিলনের আরাফা
খুলে দেয়া হয় মেইন গেইট
ছাড়া সকল গেইটের তালা,
কিন্তু এর মাঝেও খোলা হয় না একটি
সেলের তালা আট নাম্বার সেল।
এখানে ফাঁসির আসামীদের কারাবাস,
জীবন মৃত্যুর ছবি ঘর।
ভ্যান্টিলেটর দিয়ে,
হাত নেড়ে নেড়ে ওরা দোয়া চায় প্রতিদিন।
দিন গণনান্তে আজ না হয় কাল
ওদের জমকাল টুপি পরে
দাঁড়াতে হবে ফাঁসির মঞ্চে।
সেলের সাথেই ফাঁসির মঞ্চ।
বিচারের বাণী যেখানে নিভৃতে কাঁদে
সেখানে কে অপরাধী
কে অপরাধী নয়,
কে তার প্রমাণ দেবে দয়া করে?
ব্রিটিশ শাসকেরা একদিন
এই ফাঁসির দড়িতেই
মাস্টারদা সূর্যসেন,
বীর কন্যা প্রীতিলতা,
বিনয়, বাদল, দীনেশ
কর্নেল তাহের, ক্ষুদিরাম
হত্যা করে ছিল গোলাম হোসেন আলেয়াকে।
ইতিহাস তুমি সাক্ষী থেকো
একদিন এই কারা প্রকোষ্ঠের
নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারের নিঃশেষ হবে।
একদিন শোষণের সমাজ
জনতার বলিষ্ঠ আঘাতে ভেঙে যাবে।
একদিন মানুষ তার অধিকার
কেড়ে নেবে।
সেদিন জেলগুলো হবে
মানুষ সৃষ্টির শিক্ষালয়।

২০ আগস্ট, ১৯৭৭
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার।

উদ্ভাস

উদ্ভাস সে তো আলোর বাহক
অন্ধকারে জ্বালাবে আলো
ঘুচবে অন্ধকার-
শিক্ষার আলো জ্ঞানের আলো
তুমি হবে মানবতার।
গরিব যারা দুস্থ যারা
দুর্যোগে তুমি তাদের
করবে পরিত্রাণ।
আলোর নেশায় যারা বন্য
জ্ঞানের মশাল যাদের হাতে
তুমি হবে আশার আলো
পিতৃ আদর, মাতৃস্নেহ থাকবে সদা সাথে
দুর্গম পথে জ্বালাবে তুমি
জীবন জয়ের আলো।

নিজ বাসা
বাইমহাটী, প্রফেসর পাড়া।
৩০/০৯/২০০২

তাঞ্জিল

তাঞ্জিল সারা বিশ্বের
সকল মানুষের শান্তির মঞ্জিল
নিপীড়িতের হাহাকারে
শান্তির লালিত বাণী
শোনাবে তুমি নিরবধি।
হিংসা, বিদ্বেষ, পাপ, পঙ্কিলতা
স্পর্শ করতে পারবে না তোমায়।
সঙ্কুল পথে উদ্ভাসিত হবে তুমি
আলোর মহা দিগন্তে
তুমি হবে
বাবা মায়ের বুকের আশা, প্রাণের ভাষা
শিক্ষার সুমহান দিগন্তের মাঝে
পুষ্পিত সুগন্ধে ভরে উঠবে
তোমার কাঙ্ক্ষিত জীবন।

নিজ বাসভবন
বাইমহাটী, প্রফেসরপাড়া
১/১০/২০০২

ঝর্ণা

প্রকৃতির ঝর্ণার মত উদার হয় যেন তোমার হৃদয়
স্বচ্ছ সুন্দর সাবলীল হয় যেন
তোমার অবগাহন
ঈর্ষা অহংকার ক্রোধ
বিদুরিত হয় যেন ঝর্ণার মত।
ঝর্ণার জল সবুজ প্রান্তর ভেজায় যেমন নিরন্তর
তুমিও তেমনই হবে অনন্তর।
নিজেরে জ্বালিয়ে অপরকে
জ্বালিয়ে গন্ধ বিধূর ধূপ হইও না তুমি
চঞ্চল ঝর্ণার আবেশে থাকবে
তুমি সবার সাথে মিলেমিশে
স্বামীর আদর সন্তানের ভালোবাসা
স্নিগ্ধ হয় যেন তোমার স্পন্দিত হৃদয়।

মা আমার সামছুন্নাহার

সূর্যালোকের স্নিগ্ধতায় মায়ের বুক ভরে যায়
সামছুন্নাহার সন্তানের বেড়ে উঠায়-
স্নিগ্ধ হার।
অভাব দুঃখ দারিদ্র্যতার মাঝে
মা তুমি হাল ধরেছিলে শক্ত হাতে।
তোমার আশা তোমার ভাষা
তোমার আদর তোমার স্নেহ
সন্তানের হৃদয়ে চিরন্তন।
বেদনার বারি ধারায়,
আড়ালে রেখেছিলে তুমি
স্বামী-সন্তান সংসারকে।
কঠিন ব্রতের মাঝে দুঃখকে
ছিন্ন করে মা বাবা
হারানোর শোককে বুকে চেপে
করেছো সংসার জয়।
মা তুমি সামছুন্নাহার
মহান তুমি উদার তুমি
মাটির মায়ার গন্ধ তোমার গায়ে।

চারিদিকে বিপ্লব, বিস্ময় আজ

কালের আবর্তে কালের চাকায়
পিষ্ট হয়েছে কারা?
কৃষক শ্রমিক সর্বহারা
জীবন দিয়েও জীবনের মূল্য
খুঁজে পায় না কেন ওরা?
দায়ী কারা?
ধনকুবের, পুঁজিপতি আর মালিকেরা,
হিসেবের মাঝে অনেক হয়েছে,
পাওনাদারের তরে অনেক রয়েছে বাকী
দেবে না প্রাপ্য
দেবে না অন্ন
দেবে না রুটি?
ওরা কারা- ওরা শোষক ওরা সন্ত্রাসী
ওরা বেঈমান ওরা নিষ্ঠুর ওরা হিংস্র
ওরাই সব।
এ যুগ মালিকের ধ্বংসের
এ যুগ বিপ্লবের
এ যুগ আমাদের সকলের।

১২ই জুলাই ১৯৭৭
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার।

অম্লান যৌবন

হে অম্লান যৌবন, তোমায় দেখেছি,
আদিমতা আর অন্ধত্বের মাঝে
প্রগতির আলো জ্বালাতে।
দেখেছি তোমায় দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে
মহামুক্তির পথে,
উদ্যত যৌবন দেখেছি,
শ্রান্ত ক্লান্ত রাজপথে,
শহিদ মিনারে, দৃপ্ত শপথে।
আলোর মশাল হাতে দেখেছি তোমায়
বাংলা, রুশ গণচীন
আর কম্পোডিয়ায়।
হে দুর্জয় যৌবন
দেখেছি তোমায় কারা প্রাচীর
ভেঙে মিলনের মহাসমুদ্রে।
হে অশান্ত যৌবন
দেখেছি তোমায় দেখবো তোমায়
ফসলের মাঠে
সুষম বণ্টনে।
হে অম্লান যৌবন আশিস তোমায়।

২৩ জুন, ১৯৭৭
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার।

ফাঁসির মঞ্চে কর্নেল তাহের

তাহের আমাদের চেতনা,
তাহের আমাদের প্রেরণা
তাহের আমাদের দৃপ্ত প্রত্যয়।

সংগ্রামী তাহেরকে দেখবে?
১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর
উত্তপ্ত রাজপথ দেখ।
ঐ দেখ জনতার মিছিলে
মুষ্ঠিবদ্ধ হাত।
বাংলার-মুক্তিযুদ্ধের
তাহেরকে দেখবে?
ঐ দেখ রণাঙ্গনে রাইফেল হাতে
ফাঁসির মঞ্চে তাহেরকে দেখবে?
২১ জুলাইয়ের রাত ভোর
কারা প্রকোষ্ঠে বন্দিরা সব
ঘুমে বিভোর।
মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় করল জয়
পড়লো গলায় ফাঁসির দড়ি।
মৃত্যুঞ্জয়ী তাহেরকে দেখবে?
ঐ দেখ নিয়তির বুকে
ঘুমিয়ে আছে যেন থাই পাহাড়।

২১ জুলাই ১৯৭৭
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার।

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ

ব্রত ছিল যার জ্ঞান সাধনা
সাহিত্য চর্চায় যিনি ছিলেন নিবেদিত,
শিক্ষা বিস্তার ছিল যার
জীবনের অলংকার,
মানবপ্রেমে হৃদয় ছিল যার উদার,
প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ,
আটিয়ার চাঁদ ওয়াজেদ আলী খান
পন্নীর মর্মিতায়,
আলোর মশাল জ্বেলেছিলে তুমি, করটিয়ায়
সরকারি সা'দত কলেজ
তোমার স্মৃতির মৌন প্রাসাদ
অনন্তকাল জ্বালবে আলো
তোমার জীবন জয়ের
জন্ম মৃত্যুর পরপার
চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছো
ইবরাহীম খাঁ কলেজের সবুজ মাঠের
মুক্ত প্রান্তরে।
জন্মভূমি ভূয়াপুরের মাটিতে।

২৫ মার্চ ১৯৭৭
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার।

বর্গা চাষী

আমরা বাংলার কৃষক শ্রমিক ভাই,
ফসল কাটার দিন এলেই দুঃখ ভুলে যাই,
পরের জমি আবাদ করি
তাইতো মোরা বর্গাচাষী।
শ্রমের ফসল পরের ঘরে,
জোতদারের পুঁজি বাড়ে,
রোগে, শোকে আহার কোথায়?
শিশুর মুখের ডালভাত।
আমরা তো বর্গাচাষী
জীবন দিয়ে জমি চষি
গোয়াল ভরা গরু নেই,
পুকুরই নেই মাছ পাব কই?
ধানের গোলা শূন্য পড়ে কাঁদে
আমরা হলাম বর্গাচাষী
দাদন দিয়ে জমি চষি।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার।

আদালত

আইন আদালত কোর্ট কাচারী
আসামি ফরিয়াদী
সকলেই আজ বন্দি
শাসকের কারাগারে।
বিচারের নামে নিপীড়িত
আজ লাঞ্ছিত।
এই তো ওদের বিচার?
অর্থ লোভে অন্ধ হয়ে
সত্যকে সন্ত্রাসের কাজে
বন্দি করে দিয়েছে,
ন্যায়কে করেছে অপমান।
দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার
এই কি বিচারকের বিচার?
আইন দুঃখী মানুষকে করে অসহায়
যে আইন মা, মাটি, মেয়েকে করে খণ্ডিত লাশ
সে আইন ভাঙতে হয়।

বন্দি

মুক্ত মন স্বাধীন প্রাণ
থাকতে চায় না আর
লোহার পিঞ্জরে
মুক্ত মন মানতে চায় না আর
কারা নির্যাতন।
মন ছুটে যায়
জীর্ণ সমাজের দ্বন্দ্ব মীমাংসায়
মন ছুটে যায়
উদার আকাশ
প্রান্তভূমি
মৌন পাহাড়ের গায়।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

রাজপথ

যুগান্তরের নীরব সাক্ষী আমি রাজপথ
হাজার বছরের ক্ষতচিহ্ন আমার
বুকে, ভাষা নেই মোর মুখে,
জমাট বাঁধা রক্ত আছে ব্যথার পাঁজর বুকে।
রাজা চলে মন্ত্রী চলে,
সন্ত্রাসী যায় সদলবলে।
ঝাঁঝরা বুকের রক্ত আমার গায়।
বুকে আমার গাড়ি চলে
ঘোড়া চলে, লড়ি চলে,
ট্যাঙ্ক চলে, কামানবাহী শকট চলে,
নিষ্পাপ শিশুর খণ্ডিত লাশ,
বাবার কাঁধে থমকে দাঁড়ায়,
আমার বুকেই বায়ান্ন
আমার বুকেই ঊনসত্তর
সংগ্রামে সংঘাতে হরতালে, রাজপথে অবরোধে
পচিশে মার্চ কালরাতে
সাতই মার্চের রেসকোর্স ময়দানে
কোটি মানুষের কণ্ঠ থেকেই
আমার বুকে জন্ম হলো
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

বিপ্লব

বিপ্লব- জনতার মুষ্ঠিবদ্ধ হাত,
বিপ্লব- আর্তপ্রাণের স্পন্দন,
বিপ্লব- জীবনের পথের আলো,
বিপ্লব- শোষকের বুকে হৃদস্পন্দন,
বিপ্লব- মৃত লাশের তীক্ষ্ণ চোখের প্রতিবিম্ব।
বিপ্লব- সৃষ্টির মহান বিজয় উল্লাস
বিপ্লব- পূর্ব আকাশের লাল সূর্য।

জাতীয় কবি নজরুল

হে কবি ধুমকেতু হয়ে জন্মেছিলে
জ্ঞানের মশাল জ্বেলে গেলে তুমি
মানুষের গান গেয়েছো তুমি,
জীবনের গান গেয়েছো তুমি
তুমিই ছিলে সাম্যবাদের কবি।
সাম্রাজ্যবাদের দেয়ালে আঘাত হেনেছো তুমি
ভেঙেছো কারার ঐ লৌহ কপাট
ব্রিটিশের বুকে পদাঘাত করেছো তুমি
বাংলার জাগরণে।
সেদিন এক সারিতে দাঁড়িয়েছিল
সবাই হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান
জাতীয় জাগরণে
রেখে গেছো তুমি
সাম্যের অগ্নি বীণা
বাজিয়েছো তুমি
মানুষের জয়গানে।
নজরুল তুমি বিদ্রোহে
উচ্চশীরে চিরভাস্বর।

কমরেড মাওসেতুং

একটি অনির্বাণ জীবন
বিশ্বে ছড়িয়ে দিলো
বিপ্লবের আগুন।
জীবন সংঘাতে সৃষ্টি হলো সংগ্রাম
আঘাতে কেঁপে উঠলো সাম্রাজ্যবাদ।
জীবনটা স্থান পেলো ইতিহাসের পাতায়,
একটি নাম সৃষ্টি করলো বিপ্লব,
কুয়াশার পর্দা ছিড়ে
জেগে উঠলো ভোরে লাল সূর্য।
স্পন্দিত হলো নিপীড়িতের প্রাণ
হুয়াংহো নদীর তীরে বইছে
মলয় শীতল বাতাস,
হঠাৎ করে ঝরে পড়লো
মানুষের প্রিয় লাল গোলাপ।
শোক, শক্তির কথা বলে
বেদনা-বারুদের গন্ধে ভরা
চির বিপ্লবী কমরেড মাওসেতুং
আশীষ তোমায়।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
নিরাপত্তা ওয়ার্ড।

দেয়াল লিখন

বুকের লাল রক্তে
দেয়ালের গায়ে রেখে
গেলো যারা মানুষের ইতিহাস,
সে ইতিহাস কোনদিন হবে না ম্লান।
সে লেখা জীবনের কথা বলে
বাঁচার দাবিতে শ্বেতপত্র।
শতাব্দীর নিপীড়িত জনতা
ঐক্যবদ্ধ আজ দেয়ালের মাঝে।
শোষকের বুকে তাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস,
চারিদিকে বিপ্লব বিপ্লব
বিস্ময় আজ।
পালাবার পথ নেই
হাজার বছরের দুর্ভেদ্য দেয়ালের
গায়ে আছে দুনিয়ার মজদুর
শ্রমিকের ঘাম
নিপীড়িত জনতার হাত।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
নিরাপত্তা ওয়ার্ড

জীবন যুদ্ধ

জীবন আছে বলেই যুদ্ধ,
যুদ্ধহীন জীবন ঝরা ফুলের পাপড়ির মত
সমাজ আছে, মানুষ আছে, জীবিকা আছে
তাই বেঁচে থাকার সংগ্রামও আছে।
জীবিকার যুদ্ধ
জীবন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ
জীবন জয়ের যুদ্ধ
জীবন সাজাতে যুদ্ধ
জীবন বাঁচাতে যুদ্ধ
আশার ভেলায়
ভাসতে ভাসতে
জীবন চলে যায়
অনাগত কালের আড়ালে।
তবুও জীবনের যুদ্ধ হয় না শেষ
যুদ্ধ করেই জীবনের
ফুল ফোটাতে হয়।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
নিরাপত্তা ওয়ার্ড।

জেগে উঠার প্রত্যয়

ওরা জেগে উঠবে
যারা সেদিন হারিয়ে গেছে
বাংলার মুক্তিতে
বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রামে
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে।
সবাই একদিন জেগে উঠবে
যেমন জেগে উঠে মৃত মানুষেরা
নবজাতকের নিষ্কলুষ হাসিতে
মাটিতে গভীর থেকে জেগে উঠে
ঘাস বীজেরা,
মহা সমুদ্রের অতল গহ্বর
থেকে জেগে উঠে,
মহা বালুচর
তেমনই জেগে উঠবে
ঊনসত্তর, ছেষট্টি, ব্রিটিশকে পদাঘাতে
রাজপথে ৭১-এর রণাঙ্গনে
ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুরে
কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, বরিশালে
পিলখানা, পুলিশ ব্যারাক, রায়ের বাজার বধ্যভূমি
পচিশে মার্চের কালরাত্রে যারা হারিয়ে গেছে
ওরা সবাই একদিন জেগে উঠবে,
হিরণ্ময় দ্যুতি ভোরে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার।

কি পেলাম স্বাধীনতার কাছে?

জীবন গেলো যুদ্ধ হলো
ঘর ভাঙলো নিঃস্ব হলাম
স্বাধীনতার কাছে কি পেলাম?
যুদ্ধ করে পা হারালাম
পঙ্গু হয়ে বেঁচে রইলাম,
হুইল চেয়ারে বসে দেখি
জীবন ত্যাগের মূল্য কোথায়?
মায়ের ইজ্জত বোনের হাসি
জবাই করে বধ্যভূমি রায়ের বাজারে
বসালো যারা লাশের বাজার,
তারাই আজকে এ সমাজের কর্ণধার
গড়ে তুলেছে পুঁজির পাহাড়।
তাদের দলের ছায়াতলে
বুক ফুলিয়ে গুলি করে ভাইয়ের বুকে
সন্ত্রাসীরা শিশুর মাথায়।
কি পেলাম ওহে স্বাধীনতা
সখিনার সেই নড়বড়ে ঘর
মিশে গেছে মাটির সাথে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
নিরাপত্তা ওয়ার্ড।

সাম্রাজ্যবাদ

বিশ্ব শান্তির বুকে ধ্বংসের মতবাদ
গণতন্ত্রের আবরণে
স্বৈরতন্ত্রের লেবাস পরে
মানবতার বুকে দেয় পদাঘাত
দিক দর্শন হারায়
মানবতাবাদ।
সাম্রাজ্যবাদ নবোদ্যমে
নতুন কৌশলে
সেবার আদর্শের গায়ে
রেখে দেয় পদচিহ্ন।
জাতিসংঘ সাম্রাজ্যবাদের হাতে বন্দি
কত সন্ধি, কত সভা কত সম্মেলন
শত আহ্বান শত নিবেদন শত সিদ্ধান্ত
সকলই আমেরিকার
হুকুমের তাবেদার।
ওদের বোমার আঘাতে
ক্ষতবিক্ষত আজ
আফগানিস্তান।
প্যালেস্টাইনে জ্বলছে আগুন, ইরাক বিধ্বস্ত
মানুষের খুনে ভাসছে দেখ
সাতিলা সাবারার
শরণার্থী ক্যাম্প।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
নিরাপত্তা বন্দী ওয়ার্ড।

পথের দিশা

হে বন্ধু পথের দিশা দাও গো মোরে
জীবন পথের আলোর ঘরে,
সৃষ্টির পথ ধ্বংসের পথ আলোর পথ
সকল পথের পথিক আমি।
শৃঙ্খল ছাড়া কি আর আছে হারাবার বলো
চল বন্ধু পথে বের হই
জীবনের সন্ধানে।
কাঁটার আঘাত, হাতের আঘাত
অস্ত্রের আঘাত, ছুড়ির আঘাত
সকল আঘাতে তুমি দাও সাহস
সাথী হও মোর চলার পথের
একদিন মোরা হানবো আঘাত
আনবো মোরা জীবন পথের আলো।

হকার

ভোরের পাখি ডাক দিয়ে যায়
ভেন্টিলেটর দিয়ে আলো আসে
হকার এসে দরজা নাড়ে,
প্রথম আলোর প্রথম পাতায়
ধর্ষিতা বোনের ছবি ভাসে
জনকণ্ঠ নাগরিকের বাকরুদ্ধ
জনতার কথা নাই,
বাংলার বাণী জোট সরকারের
কড়াল গ্রাসে
ইত্তেফাকে মৃত বাণিজ্যের
ছবি আসে
সমাজবন্দী সন্ত্রাসের কাছে।
নিউনেশন আর অবজারভার
সময় এসেছে সর্ব হারাবার।
ইনকিলাবের মর্মকথা
কিসের আবার স্বাধীনতা?
মুক্তির বাণীর কণ্ঠরুদ্ধ
কখন হয়েছিলো মুক্তিযুদ্ধ?
বাক, ব্যক্তি স্বাধীনতা
মানব জমিনের মূলকথা।
এবার কূলে নৌসিন মহর
সনিমরে ব্রাশ ফায়ারে
তৃষাকে মারে জলে ডুবিয়ে
সীহারের রক্তের চা-পাতি রাঙা।
যুগান্তরের পাতায় পাতায়
নারী ধর্ষণ, গাড়ি এ্যাক্সিডেন্ট
হাটের চাঁদা, ঘাটের দাদা
মাঠের চাঁদা, ব্যবসার চাঁদা
মেয়ে হরণ, শিশু অপহরণ,
মসজিদে খুন, স্বজন হারার
আহাজারি সর্বত্রই আজ
খুন খারাবি।

যুগান্তরের পাতায় পাতায়
মানবতা আজ অভিশপ্ত।

জাগ্রত সমাজ

সমাজ আছে- শাসক নেই
দেশ আছে- দেশপ্রেম নেই
রাজনীতি আছে- নেতা নেই
রাষ্ট্র আছে- রাজনীতি নেই।
ক্ষমতার আসন যার কাছে যায়
সেবার আদর্শ সেই ভুলে যায়।
বুলির অগ্নিমাত্র
কোথায় গণতন্ত্র?
একাত্তরের রণাঙ্গনে
ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্তদানে
স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আজ
সকল মানুষকে কবরে টানে।
সমাজপতির দণ্ড দেখে
গরীবের বুকে কম্পন জাগে
জাগ্রত সমাজ কাকে বলে?
কোথায় পাব-শান্তি খুঁজে?

বেকার

কর্মের মাঝে সুপ্ত জীবন কথা বলে
কর্মহীন জীবনের ফরিয়াদ বড় নিদারুণ
স্বেচ্ছায় বেকারত্বের বোঝা বহন করার চেয়ে
কর্মের তাগিদে পথচলা অনেক মহান,
জ্ঞানের যুগে কর্মের চাকায়
কোনোদিন কি বসে থাকা যায়?
বেকার জীবনের মূলকথা
অভিশাপ আর হতাশা,
না থাকে কর্ম
না থাকে ধর্ম
জীবন শুধুই ভেলায় ভাসে
কর্মের যারা কর্ণধার
সবাই আছে আখের গোছাবার
কে গরিব? কে বেকার?
অবহেলায় যাদের জীবন কাঁদে
কখন সমাজ তাদের মূল্য দেবে?

ইতিহাস

ইতিহাস- আমি যুগ হতে যুগান্তরের
ইতিহাস- আমি পলাশী প্রান্তরের
ইতিহাস- আমি দুর্জয় পাহাড়তলী গ্রামের
ইতিহাস- আমি সিপাহী বিপ্লবের
ইতিহাস- আমি মহান ভাষা আন্দোলনের
ইতিহাস- আমি বাংলার মুক্তি সংগ্রামের
ইতিহাস- আমি ধ্বংসের
ইতিহাস- আমি সৃষ্টির
ইতিহাস- আমি জনতার জাগরণের
ইতিহাস- আমি গলির ধারের ছেলেটির জীবন জিজ্ঞাসা।

ফরিয়াদ

বাংলার আশা বাংলার ভাষা
সবুজ শ্যামল সোনালি প্রান্ত
ফুল ফসলের মাঠ ছেড়ে
আমার এ মন যেতে চায় না কভু
মন্দাকিনী তীরে
রঙিন হুরের দেশে।
প্রান্ত ভুলে রাখালের বাঁশি
মিষ্টি শিশুর হাসি
পৃথিবী সুন্দর
মানুষ সুন্দর
সুন্দর কাবাঘর
ওহে মৃত্যু মোরে কেড়ে নিও না কভু
তোমার মাটির অন্ধকার ঘর।

মাতৃভূমি

মাগো তোমার মলিন ধুলায়
বুক মিলিয়ে মিশে থাকতে চাই,
তোমার মাটি তোমার আদর
তোমার ভালোবাসা।
বুকের মাঝে প্রেরণা জোগায়
তোমায়- প্রেমের গাঁথা
মাগো ভয় আসে আসুক
ঝড় আসে আসুক,
তোমার সন্তানেরা
সীমান্তে প্রহরায় রয়েছে রত।
ভগ্নার তীর উত্তপ্ত
হোয়াংহো, ইয়াংসি
জয় করে বুড়িগঙ্গার তীরে
লাল সূর্যের আহ্বান।

বন্দির আর্তনাদ

আতঙ্ক, ভয়, মৃত্যু ভয়,
এ কোন আতঙ্ক?
উনিশ শত সাতাত্তর সনে
বাইশে জুনে সেই মহা আতঙ্ক
সূর্য উঠার সাথে সাথে
হঠাৎ এলার্মের ঘণ্টা বেজে উঠলো,
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো সমস্ত জেল।
এ যেন বিংশ শতাব্দীর
মহা আতঙ্ক হৃদকম্পন
ঢোল ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে
জেল রক্ষী মিয়া সাহেবের বুটের শব্দ
কেঁপে উঠলো সমস্ত জেল
আর্তনাদ করতে থাকলো সকল বন্দি।
ঘুমন্ত বন্দিদের উপর
অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো
জেলরক্ষী মিয়াসাব শত শত
এ যেন দানবীয় হুঙ্কার
কে, কোথায় ফিরাবে তাদের
সাধ্য কার মোরা যে বন্দি কারার।
কামরা হতে কামরা
সেল হতে সেল
আমি ছিলাম সিকিউরিটি সেলে
নিমিষেই রক্ত নদী বয়ে গেলো
জেলের আড়ালে।
বন্দিদের চিৎকার
বাঁচাও বাঁচাও
সহে না আর
কারার অত্যাচার
চিকিৎসা বিহীন
জেল হাসপাতালে
নিমিষেই আহত বন্দির
রক্তমাখা দেহের স্তুপ
জমে উঠলো।
কেউ পা কাটা, কেউ চক্ষু জখম
কেউ বুকে দারুণ ব্যথা নিয়ে,
কাতরাতে থাকলো।
আমার শরীরের উপরে
রক্ত ঝরা দেহের
পাহাড় জমে উঠেছিলো
শরীরে আঘাত নিয়ে
আমিও হত বিহ্বল হয়েছিলাম
এর নাম সভ্যতা, এর নাম মানবতা।

আমি সৈনিক

জন্ম আমার জনতার জাগরণ হতে
সমাজের উৎপাদন বণ্টনের
দ্বন্দ্ব মীমাংসার অভিপ্রায় আমার অন্তরে।
পেটের ক্ষুধার প্রতিধ্বনি
আমাকে দুর্জয় সৈনিকের
ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে
আমি সৈনিক
আমি প্রতিবাদ ছড়াতে
চাই, সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে।

ভালোবাসার বিদ্রোহ

প্রিয়া যে আমার ভালোবাসার প্রতিবিম্ব
আমার প্রিয়ারে দেখনি সেদিন?
মহান একুশের রাজপথে?
আমার প্রিয়ারে দেখনি সেদিন?
সালেহা, তানিয়া, প্রীতিলতার সাথে
শহিদ মিনারে গার্মেন্টস শ্রমিকদের
মহা সমাবেশে
নারী মুক্তির মিছিলে।
আমার প্রিয়ারে দেখনি সেদিন
বেগম সুফিয়া কামালের কবিতার মাঝে
বেগম রোকেয়ার অবরোধবাসিনীর
বেড়াজাল ভাঙতে?
শহিদ জননী জাহানারা ইমামের
ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির
সংগ্রামী কাফেলার মাঝে
আমার প্রিয়ারে দেখনি সেদিন?
মাদার তেরেসার সাদা কফিনের পাশে
মৌন মহান বেশে।
প্রিয়াকে আমার দেখেছি সেদিন
১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের রণাঙ্গনের
বীরাঙ্গনার বেশে।

বন্দি প্রাণের আকুতি

প্রিয়া, মুক্তপ্রাণ চঞ্চল মন
মানে না আর কারার বাঁধন।
প্রিয় এসো আমার প্রাণের কাছে
প্রিয়া কেমনে আসিব আমি
হাতে যে আমার লোহার শিকল
মানে না মন, মানে না মন।
প্রিয় হৃদয়ের বাঁধন জগতে বিরল
কেমনে ভুলিবে তুমি সিদ্ধ বাসর
প্রিয়া বুক ফেটে যায় চোখে আসে জল
পায়ে যে আমার লোহার শিকল।
প্রিয় ব্যথিতের বেদন সেই বুঝাতে পারে।
হৃদয় যদি বুঝে হৃদয়ের আবেদন।
প্রিয়া দুঃখ করো না হৃদয়ে আমার
মুক্তির আলো।

নবজাতকের সমাধি

রক্ত মাখা মাতৃগর্ভ থেকে
একটি নতুন শিশুর জন্ম হয়েছিলো সেদিন
দুলেছিল মাতৃকোলে
মুষ্টিবদ্ধ হাতে কেঁদেছিলো
হেসে ছিলো সুন্দর পৃথিবী।
রীনা নামে যে শিশুর জন্ম হলো
ক্ষণিক পরেই তার মৃত্যুও হলো
ছেড়ে গেলো সে দুনিয়ার মায়াজাল,
পল্লী কবির ছালিমগঞ্জ
সেফালি, গোলাপ, জুঁই, চামেলি
রীনা নামের নবজাতকের
কবরের উপরে গন্ধ ছড়াবে চিরকাল।

আর্ত প্রাণের আকুতি

বুভুক্ষার মাঝে স্মরণ করায় পণ
অবসাদ দূরে চলে যায়
জেগে উঠে আর্তপ্রাণের স্পন্দন।
অবহেলায় বেড়ে উঠা বস্তিবাসে দেখেছি
দেখেছি অন্ধ প্রাণের আকুতি,
রুগ্ন মায়ের শিয়রে দেখেছি
ছোট্ট থালা শূন্য পড়ে কাঁদে
ড্রেনের মাঝে কাজের মেয়ের
লাশ দেখে থমকে
দাঁড়িয়েছি-
হায়রে অভাগা দেশ?
অভাবের কাছে হেরে যেয়ে
একটু আশ্রয় চেয়েছিলো
প্রাসাদের কাছে
সে গৃহ তাকে আপন করে
নেয়নি কোনোদিন,
জীবন দিয়ে শুধিয়ে গেলো
গরীবের ঘরে জন্ম নেয়ার ঋণ।

শতাব্দীর বুক

শতাব্দীর বুকে
বিদ্রোহের খাতায়
সংগ্রামের পাতায়
জয় পরাজয়ের
কত না কাহিনি লেখা
কত না ইতিহাস লেখা
মহান বিজয়ের উল্লাস
পরাজয়ের গ্লানি
সবই মানুষের দাবি
শতাব্দীর বুকে-
মানুষেরই পদচিহ্ন দেখি।

সৃষ্টির প্রত্যয়ে

সৃষ্টির প্রত্যয়ে উজ্জীবিত
বন্ধুরা এসো
এসো কমরেড
এসো বিপ্লবী ভাইয়েরা,
বাংলার দুর্জয়ে
বাংলার দুর্যোগে
বাংলার সংগ্রামী কাফেলায়
তোমাদের নিয়ে সন্ত্রাসী অভিশাপ
নির্মূল করতে চাই।
এসো সাহসী পথিক
এসো জনতা,
একতার মহামন্ত্রে
উচ্ছেদ করব সকল
প্রতিবন্ধকতা
হবে সন্ত্রাসী ধ্বংসের
সর্বময় হাতিয়ার।

মৃত্যু যাদের গন্তব্য

শোষণের ছবি যাদের বুকে,
আশ্রয় যাদের
ধানমণ্ডির বনানী গুলশানের
সানসেটের নিচে
ফোয়ারার ড্রেনে
ঝোপ ঝাড় জঙ্গলে, পাইপের ফুকামে
রমনা লেকের তীরে
বৃষ্টি ভেজা গাছের আড়ালে,
বস্তির ভ্যাপসা গন্ধ যাদের
নিত্য সাথী।
প্রেমপ্রীতি,
সুখ শান্তি
নেই ওদের জীবনে
বাসরে মালা গেঁথে যায় ওরা
নিজের বাসর আজন্ম অভিশাপ
জীবন যাদের করলো পরিহাস
ওদের জন্য মৃত্যুই হলো
শান্তির গন্তব্য।

লাল গোলাপ

গোলাপের সুবাস আছে
গোলাপের পাপড়ি আছে
গোলাপের কলি আছে
গোলাপের কদর
গোলাপের আদর সবার কাছে
যে কলি ঝরে গেছে তার আদর কার কাছে?
কলির ব্যথা কে ভাবে
ফুটন্ত গোলাপ সবার চোখের মণি
ঝরা কলির গন্ধ নেই
তাই কারও দ্বন্দ্ব নেই
পথকলি পায়ের
ধুলায় মিশে।
চাওয়া নেই, পাওয়া নেই
গুরু নেই গুরু গৃহ ওদের জন্য বন্ধ
গোলাপে যে কাঁটা আছে
এখানেই চির দ্বন্দ্ব।

জীবন

জীবন আসে
জীবন যায়
জীবন কথা বলে
অগণিত জীবন আশ্রয় পায়
পথে আর প্রান্তরে
কোনো কোনো জীবন আশ্রয় পায়
প্রাসাদের ভেতরে
প্রভেদ ভেতরে
প্রভেদ শুধু মহল আর মাটিতে
প্রাণে ভেদ নেই
প্রভেদ শুধুই
জীবন-সংগ্রামে।
কালের চাকা
কালের আবর্তে দিন আসে
দিন যায় চলে
স্মৃতি চিহ্ন রয়ে যায়
নূতন শপথের তরে।
শপথের মাঝেই
শ্রমিক ন্যায্য মজুরী পাবে
কৃষক পাবে অধিকার
নতুন শপথ হোক
হারানো জীবন খুঁজে পাবার।

বন্দির চিঠি

প্রিয় মানুষ! জাগো দেশ
আমার প্রিয় বাংলাদেশ
মিটিং মিছিল ধর্মঘট
বক্তৃতা অনশন
হরতাল অবরোধ
সকলই তোমাদের অধিকার
অপরাধ আমার-
আমি ছিলাম জনতার
তাই আজ বন্দি কারার
আইনের ঘরে প্রভেদ কেন?
ন্যায়ের বিচার মোরা তুলব
পুঁজিপতি আর শোষকের
মিলনমেলা মোরা ভাঙবো।

নারী মুক্তির মিছিল

মা, বোনেরা আজ জরাগ্রস্ত
সমাজের অভিশাপ
মহিলা সমিতি আছে
আছে মহিলা অধিদপ্তর
আছে নারী ও শিশু নির্যাতন
প্রতিরোধ কেন্দ্র।
প্রচলিত আইন আছে
আদালত আছে।
প্রতিষ্ঠিত নয় শুধু নারী অধিকার।
ধর্ষিতা হয় 'মা'
ধর্ষিতা হয় বোন
শিশু নাবালিকার গায়ে যারা
ধর্ষণের হিংস্র থাবা দেয়,
ছিন্ন ভিন্ন করে কামড়িয়ে
খায় যারা কিশোরীর গা
ওরা মানুষ না দানব?
ওদের স্থান হোক হিংস্র
হায়েনার সাথে।

জনান্তিক সদরঘাট

বুড়িগঙ্গার তীরে সদরঘাট
প্রতিদিন এখানে যাত্রীদের হাট
কলকাকলিতে মুখরিত হয়
মানুষের পদভারে লঞ্চঘাট।
ভেপু বাজে
লঞ্চ ছাড়ে ছাড়ে স্টিমার
হঠাৎ করেই ভাগ্যহত
লঞ্চ ডুবে যায় অথৈ জলে
প্রাণের প্রতিচ্ছবি
গভীর পানির অতল তলে ঘুমায় চিরতরে
লাশের সারি
জীবনের সারি
স্বজনের আহাজারি?
মৃত বুকে খাঁকের মিছিল
শোকের ছায়ায়
সিক্ত বুকে
বেওয়ারিশ লাশ
কবর দেবে কে?

প্রাণের উচ্ছ্বাস

মহান প্রাণের পদচিহ্ন
পথ দেখবার আলো
জীবন যেখানে ফিরে পায় না
জীবন জয়ের আলো।
প্রাণের উচ্ছ্বাস ছড়াও সেখানে
যদি মানুষকে বাসো ভালো
মানুষের মাঝে জীবনের আলো
প্রতিবিম্ব হয়ে ভাসে
অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে
প্রাণের আলো আসে।

মলিনার কথা

মেদী-কাঞ্চনপুর গ্রাম,
খড়ের ছাউনিতে ছোট্ট কুঁড়েঘর।
মলিনাদের কাছে পর কেহ নয়
সবাই আপন হয়,
কৈশোরে বাবা হারা
যৌবনে মা
সময়ের প্রান্তভূমিতে মলিনা
দৃপ্তময় যৌবনা,
কিশোর একটি ছোট্ট ভাই
মলিনাদের কোথায় ঠাঁই?
জীবন বাঁচাতে কাজের সন্ধানে
ঘর থেকে বের হতে হয় তাকে
যেদিন কাজ মিলে জঠর শান্ত
কাজ না হলে জীবন অশান্ত
রিক্ত অসহায় সে
বুক ভাসে চোখের জলে।
নরপশুদের উপহাস
সন্ত্রাসীদের লোভের দৃষ্টি
হে নিয়তি যদি জীবন দিলে
তবে কেন সম্পদ দিলে না?
যদি যৌবন দিলে, যদি সম্ভ্রম দিলে
তবে কেন শক্তি দিলে না।
বারুদের গন্ধে ভরে উঠুক
নারী মুক্তির কাফেলা।

ছাত্র ঐক্য

কঠিন ব্রতের মাঝে
ক্লীবতা যেন স্পর্শ করতে না পারে তোমাদের,
ভেঙে না যায় যেন
তোমাদের বাহুবল
তোমরা শিক্ষানুরাগী
ছাত্র তোমাদের নাম।
আশার আলো জ্বেলে যাবে তোমরা
নিরাশার ঘরে ঘরে।
ঐক্য তোমাদের মূলমন্ত্র
সমাজ তোমাদের শক্তি
একাগ্রতা হবে তোমাদের সুন্দর সোপান
মুক্তির অপর নাম।
সমাজের সম্মুখ সমরে
সন্ত্রাস দমনে
তোমাদের অবদানই হবে
চির মহীয়ান
উদ্ভাসিত আলোর
মহান দিগন্ত তোমাদের
সবুজ লাল পতাকায়।
ছাত্র তোমাদের নাম
যুগান্তরের বিজয় তোমাদের হবেই।

বন্দির ফাঁসি

উনিশ শত সাতাত্তরের
আট অক্টোবরের
সেই যে নিশীথ রাত্রি
নিরাপত্তা বন্দি সেল।
সিকিউরিটি ওয়ার্ড যার নাম,
আমি সেখানে গভীর ঘুমে
আচ্ছন্ন ছিলাম।
ফাঁসির মঞ্চ থেকে কান্না শুনে
জেগে উঠলাম
ঘুমন্ত বন্দি বন্ধুদের পাশ থেকে।
নীরব নিশ্বাস বন্দি কুঠরিতে,
প্রকৃতির বুকে নেমেছে আঁধার,
মনে হয় যেন জনহীন কারাগার
আঁধারের আড়ালে
চোখ মুখ বাঁধা নিষ্ঠুর হাতে বন্দি,
ঠেলে নিয়ে যায় ওরা ফাঁসির মঞ্চের দিকে
না জানি কোন অভাগা মায়ের সন্তান,
ওদের বুকে বুক ফাটা চিৎকার
মুখে করুণ আর্তনাদ
বাঁচাও বাঁচাও আমি বাঁচতে চাই
আমাকে বাঁচতে দাও
কি আমার অপরাধ আমাকে
জানতে দাও, আমায় বাঁচতে দাও
নিষ্ঠুর হাত মানল তবুও বন্দির আর্তনাদ।
আত্মপক্ষ সমর্থনহীন
একপেশে মৃত্যুর পরওয়ানা হাতে
বন্দিকে দেয়া হলো শেষ গোসল
জম টুপি পরালো বন্দিকে
দাঁড় করালো ওরা নরঘাতকরা
ফাঁসির মঞ্চে,
ভেসে আসলো ভোরের আযান
আর দেরী নেই।

বন্দি জানায় জীবনের শেষ ফরিয়াদ
হৃদয়ে আমার ইচ্ছা প্রবল
জননী মাকে দেখার,
প্রিয়ার কথা মনে পড়ে বার বার
মিতু, সিমু, জিসু কোথায়, কোথায় স্ত্রী লুৎফা
প্রাণ কেঁদে ওঠা
প্রিয়জনদের শেষ বার দেখার।
একটু পানি দাও পানি দাও আমায়
নিষ্ঠুর ঘাতক শুনলো না তবুও
বন্দির শেষ ফরিয়াদখানি
নর ঘাতক জল্লাদ ছিল
ফাঁসির দড়িতে টান
মঞ্চ থেকে স্ট্রেচারে ফিরে এল মৃত লাশ
জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম
সাদা কফিনে ঢাকা লাশ।
লাশ দেখে জেলের আড়ালে
পাখা ঝাপটে মরে
অগণিত দাঁড় কাক।
অবাক বিস্ময়ে
দাঁতে দাঁত চেপে
পাশে চোখ ফিরালাম
অসহায় বন্দিরা ঘুমিয়ে আছে
যেন সারি সারি মৃত লাশ।
মনে হয় যেন সারা সমাজটাই
নিষ্ঠুর কারাগার।
ফ্যাসিস্ট মোসিলিনি দুর্দম হিটলার
হার মেনে গেলো দেখে এ অত্যাচার
মাথা নোয়ালো
সম্রাট নিরো হিংস্রতার।
বুকে হাত রেখে শপথ নিলাম
কিভাবে বিমান সৈনিক
নিরপরাধ বন্দিদের হত্যা করা হলো
তাদের মৃত্যুর সঠিক ইতিহাস
নতুন প্রজন্মের জন্য

রেখে গেলাম।

২২ অক্টোবর ১৯৭৭
ঢাকা জেল।

রক্তের বন্ধন

বিপদে সঙ্কটে ব্যথার সাগর পারে
কাছের বন্ধু থাকে যে গো
সে হলো রক্তের ভাই।
প্রিয়জন বলো বন্ধু বলো,
আঁধার ঘনিয়ে এলে,
সবাই আড়ালে মুখ লুকায়।
ভাই ছাড়া আর পথের বন্ধু ছাড়া,
কেউ তো আপন নয়,
এত শক্ত বাঁধন
তবুও প্রতিদিন
লোভাতুর এসে বন্ধনে দেয় হানা।
রক্তের বাঁধন জগৎ বিরল
হৃদয় বাঁধনে গড়ে তোলা যায়,
স্নিগ্ধ তাজমহল,
রক্তের বাঁধন জগৎ বিরল
হৃদয় বাঁধনে গড়ে তোলা যায়,
স্নিগ্ধ তাজমহল,
রক্তের বাঁধন কখনো কোনোদিন,
এ ভুবন হতে হবে না ম্লান।

২১ মে ১৯৭৭, ঢাকা জেল

বন্দির চোখে বিদ্রোহের আগুন

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের
প্রাচীরের আড়ালে,
মৌন মাটির বুকে পা রেখে
কারা প্রাসাদগুলো দাঁড়িয়ে আছে,
গায়ে হাজার বন্দির হাহাকার
শত হৃদয়ের বেদনা জড়িত
সরব প্রাণের,
নীরব সাক্ষ্য এ প্রাসাদগুলো।
জেলের আড়ালে কত যে জীবন
দোষে আর নির্দোষে
হারিয়ে গেলো অনাগত
কালের দেশে
কে তার হিসাব রাখে।
কারাবন্দির প্রাণে প্রাণে এসে
মুক্তির ঢেউ জাগে।
হাজার প্রাণের ভিড়ে
হারানো স্মৃতির পাতায় পাতায়
বন্দির চোখে শুধু
শোষকের ধ্বংসের ছবি আঁকে
লোহার শিকের ফাঁকে ফাঁকে
বন্দির লাল দুটি চোখ চেয়ে থাকে,
যেন আগুনের ফুলকি
প্রতিবাদ, প্রতিরোধে জ্বলছে।

ঢাকা জেল, ২৫/১০/১৯৭৭ খ্রি.

জীবন চলার পথে

সমাজকে সুন্দর করে সাজাবার প্রয়াসে
বুকের তাজা রক্তে,
জীবন উৎসর্গ করেছে যারা,
বীরেরা কখনো মরে না
আমি তাদের সাথী হতে চাই,
তাদের পথেই জীবনটা জমা রেখে
আমার যাত্রা হলো শুরু।
দুর্গম প্রান্তর পেরিয়ে চলেছি হে মোর বন্ধু
জীবন চলার পথে
সেই সে পথের চারিধার দিয়ে
কত লাশ ভেসে যায়,
বুভুক্ষার স্রোতে
কে তার অংক কষে?
দুঃখ হোক কষ্ট হোক
শোধিতে হইবে তাদের রক্তের ঋণ
বাংলার বিদ্রোহী সন্তান থাকবে না আর
নির্বাক হয়ে বসে,
মুক্তির মশাল জ্বলবে অনন্তকাল
জীবন চলার পথে।

ঢাকা জেল, ২৭/১০/১৯৭৭

সূর্যোদয়

হে উদয় পথের পথিক সকল,
ভেঙে ফেলে দাও
ডান্ডাবেড়ী, পায়ের শিকল,
বুকে আনো বল,
মুখে আনো ভাষা,
দাগ এঁকে দাও,
তাদের ললাটে,
যারা কেড়ে খায় শ্রমের ফসল।
হে উদয় পথের পথিক সকল
আঘাতে আঘাতে
শোষণের বাঁধ ভেঙে দাও,
দেখুক পৃথিবী জাগুক সমাজ
প্রতিদিন সূর্য আলো ছড়ায়
লাল, সবুজ, শ্যামল প্রান্তরে
অনির্বাণ জ্যোতি।
দেখবো মোরা, নতুন ভোরে
লাল সূর্যোদয়ের রক্তিম লগ্নে।

ঢাকা জেল, ১১/১১/১৯৭৭

বাংলার জন প্রান্তরে

প্রান্ত ভূমি বাংলাতে
জনবহুল প্রান্তরে
আমি একজন ক্ষুধার্ত মানুষ,
যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ করে চলেছি
জীবন যুদ্ধের ময়দানে,
যুদ্ধ করে চলেছি,
সীমাহীন অভাব আর
নিষ্ঠুর দারিদ্র্যতার সাথে,
সমাজের পরতে পরতে
কত যে অনাহারী লাশ ঘুমিয়ে পড়ে
মহলের দেয়াল ঘিরে
কে তাদের খবর রাখে?
জীবন সংঘাতে মা হারিয়েছে,
মহা মন্বন্তরে।
বাবা প্রহর গুণছে
ভাই বোনদের জীর্ণ বুকে
মৃত্যুর ছবি ঝুলছে।
ঘাত প্রতিঘাতে যুদ্ধ করেছি
কলে, কারখানায়, খামারে
জীবন মুক্তির সন্ধানে,
দ্বন্দ্ব চলেছে প্রকৃতির সাথে
শ্রম দিয়ে চলেছি
ঝরছে রক্ত ঘাম,
শুধু দুচোখে দেখছি
মালিকের অর্থের পাহাড়।

ঢাকা জেল, ১২/১১/১৯৭৭

জীবন মৃত্যুর লাল সিঁড়ি

জীবন মৃত্যুর লাল সিঁড়ি বেয়ে
পৃথিবীর সীমান্তে
আমি এক দুর্জয় সৈনিক,
এবার সংগ্রাম তাদের সাথে
যাদের হাত লাল হয়
নির্যাতিতের বুকের রক্তে,
রক্ত দেয়ার পালা হোক শেষ
সাহসিকতাই হোক উত্তম বেশ।
আঘাতে আঘাতে ভেঙে যাবে,
শোষণের রেশ
এ আঘাত সমাজ ভাঙার
এ আঘাত ছড়িয়ে দাও রঙ মহলে
সারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদের বুকে
হে বন্ধুগণ জীবন সংঘাতে কি পেলাম?
শোষিতের কাছে
পেয়েছি প্রতিবাদের প্রেরণা,
নিপীড়িত জনতা দিয়েছে মুক্তি শপথ,
রাশিয়া দেখিয়েছে বাঁচার পথ,
ভিয়েতনামে পেয়েছি প্রত্যয়,
কম্বোডিয়ায় উড়ছে বিজয় নিশান
বাংলায় দেখি জাগ্রত জনতা,
বলতে পারো এ যুদ্ধের শেষ কোথায়?
শেষ সমাজ ভাঙার গানে
সাম্যের দুনিয়ার শ্রমের ফসলে
যৌথ খামারে সুষম বণ্টনে
যুদ্ধ করেই জীবন যুদ্ধের হবে বিজয়।

ঢাকা জেল, ১৫/১১/১৯৭৭

সোনালি ভোর

হে উদয় পথের পথিক সকল,
দেখ সোনালি ভোর,
দ্বার খুলে দাও।
খুলে দাও বন্ধু রুদ্ধদ্বার
সেদিন যারা হারিয়েছিলাম,
সমাজ সংঘাতে জেলের আড়ালে,
কেউবা ফাঁসির মঞ্চে।
আমরা সবাই জাগ্রত আজ
জনতার মিছিলে।
জাগ্রত মোরা শহিদ মিনারে
সিকাগোর রাজপথে।
ঝরা পল্লব কিশলয়ে আসে
বসন্ত সমীরণে
ধান বীজেরা জেগে উঠে
কঠিন মাটি ভেদ করে
সূর্য হেসে উঠে মেঘের পর্দা ছিড়ে
উত্তরূরিরা আলো জ্বেলে যায়
নবজাতকের তরে।
আমরা সবাই ফিরে এসেছি
চলার পথে দেখা হবে বন্ধু
দ্যুতিময় সোনালি ভোরে।

ঢাকা জেল, ১৭/১১/১৯৭৭

ঝরা গোলাপের ব্যথা

পৃথিবীর মায়া কাননে ফুল ফোটে
ফুল যায় ঝরে
ঝরা গোলাপ মৃদু সুবাস ছড়ায়
পৃথিবীর মানুষের মাঝে
মানুষের প্রেম ভালোবাসার
হয় যেন গোলাপের মত স্বর্গরাজ্য
নিঃশেষে আপন প্রাণ।
প্রজাপতি রেখে যায় বুকের সন্তান
শত মায়ের অশ্রু ঝরে সন্তানের কবরে
কবর স্মরণে থাকে স্মৃতির মিনারে
উত্তরসূরিরা আলো জ্বেলে যায়
নতুন পথিকের তরে
পথ স্মরণে রাখে শ্রান্ত পথিকের,
আমরা স্মরণ রাখবো তাদের
প্রাণ দিয়ে যাঁরা দেশকে
দিয়েছে উপহার।

ঢাকা জেল, ১৯/১৪/১৯৭৭

মুক্তির পূর্বাভাস

অপেক্ষমান সময়
গতি হারায় বারবার
জেলের অভ্যন্তরে
হাজতি কয়েদিরা প্রার্থনা করে
মুক্তির সনদ আসবে কখন
বন্দির জীবনে মুক্তির আনন্দ যে কত প্রবল
তা ভুক্তভোগীই জানে
মুক্তির আনন্দ
আর বিষাদের বেদনায়
বন্দি প্রাণ মিলেমিশে হয় একাকার
পূর্বাভাসের আশার ভেলায়
অনন্তকাল কি আর
বন্দি থাকা যায়
জনরব জনস্রোতে
সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।

ঢাকা জেল, ১৯/১১/১৯৭৭

অপুর ক্ষুধা

প্রতিদিন প্রচণ্ড ক্ষুধা এসে
অপুর চোখের ঘুম নিয়ে যায় কেড়ে।
টুকরো রুটির সন্ধানে অপু
দ্বার হতে দ্বারে ফিরে,
পিচ্ছিল পথ, দীঘল পথ
আঁকা বাঁকা পথে দৌড়ে
ফিরে অপু,
গুলিস্তানের মোড়
কমলাপুর রেলস্টেশনের প্লাটফর্মে
এক টুকরো রুটি পেলেই অপুর
হৃদয় খুশিতে নাচে
জগৎ আঁধার জীবন আঁধার
দুঃখের সাগরতীরে
অপুর কথা কেউ ভাবে না
কেউ ডাকে না তাকে
টুকরো রুটি পেলেই
অপুর জীবন প্রদীপ জ্বলে।

পতিতার প্রতিবাদ

সমাজ আমায় পতিতা বলে
চরিত্রহীন বলে দেয় গালি,
লানতের অর্ঘ্য পরেছি বলে
বাস করি অন্ধগলি।
চারিধার দিয়ে কত চেনা
অচেনা পথিক যায় যে চলি,
কেউ তাকায় লোভাতুর চোখে,
কেউ হাসে বিদ্রূপের হাসি,
কেউ দেয় রুক্ষ গালি।
চার দেয়ালের বিষাক্ত বাতাস
মৃত্যুর দ্বারে টানে
ধানমণ্ডি, গুলশান, বনানীর খবর সবাই রাখে
গরীবের খবর কেউ রাখে না,
কেমন করে চরিত্র হারালো
কেন আজ পতিতা হলাম?
নারীর অমূল্যধন নারীত্ব
স্বেচ্ছায় কেউ কি ফেলে রাখে
অন্ধগলির ধারে।
প্রতারক স্বামী বিক্রি করে দিলো
সর্দারনীর হাতে,
সন্ত্রাসী গুণ্ডার দল ফেলে রেখে গেলো
সতীত্ব হরণ করে
সনাতন সমাজ ঠেলে দিলো তাই
ঠাঁই পেলাম পতিতালয়ে।
হে সভ্য জগৎ
চোখ ফিরাও একটি বার,
এখানে দাসত্বের ক্রন্দন
প্রতিদিন এখানে ভিড় জমে
উগ্র পাশবিকতার,
জীবন যৌবন সকলই গেছে চলে
শোকে সান্ত্বনা নেই
রোগে ঔষধ নেই

সম্বল শুধুই আঘাত আর আঘাত।
রং মহলে, হোটেলে, বারে
লোভী ধনকুবের শিল্পপতি
সমাজপতিরা আনন্দের খোরাক যোগায়
সমাজ কেন আমাদের দেবে না আশ্রয়?

সবুজ প্রান্তরে রক্তের দাগ

মৃত্যু বিছানো শবে
লক্ষপ্রাণ বিসর্জনে
লক্ষ মায়ের ইজ্জতের দামে
বাংলার পতাকা।
বাংলার স্বাধীনতা।
পাকিস্তানের স্বৈরশাসকের হুঙ্কারে
গর্জে উঠেছিলো বাংলার বাংকার
জীবন দানের ব্রতের মাঝে
সবুজ শ্যামল প্রান্তরে
অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে
লাল সবুজের পতাকা উড়ে
বাংলার আকাশে।
সন্তান হারানোর শোক
ভুলেছে মা
বিজয় পতাকার আলিঙ্গনে।

আলোর মশাল

অন্ধ গর্ভে আলো দিতে যারা
অশান্ত বুকের রক্ত ঢেলে দেয়
রক্ত শপথে জীবনটা তাদের
অম্লান হয়ে রয়,
কুয়াশার পর্দা ছিড়ে
সোনালি সূর্য হাসে
রক্তে জীবনের ফুল ফোটে,
লাল পথেই নতুন জীবন আসে।
রক্ত নদীতেই প্রাণ জেগে উঠে
আঘাতে ভেঙে শৃঙ্খল,
কি হবে আর ব্যর্থ লগ্নের প্রহর গুণে?
ইতিহাসের সর্পিল পথে
রক্ত দেয়ার পালা হোক শেষ
আঘাতেই ভাঙবো মোরা
শোষণের অবশেষ।

ঢাকা জেল, ১৪/১২/১৯৭৭

শাশ্বত

শেষ নেই সংঘাতময় জীবনের
নেই শেষ চলার পথের পথিকের
গতি রুদ্ধ হয় না কভু সমাজ বিকাশের,
পাথরে লেখা থাকে অম্লান বাণী,
জীবন সুন্দর নয় বুক চিরে চিরে
সোনালি কমল আসে কৃষাণীর ঘরে,
কৃষক স্মরণে রাখে মৌন মাটিরে,
শেষ হয় না কভু কর্মময় জীবনের।
পাখির স্বপ্ন শুধু ছোট্ট একটি বাসা,
মানুষের বুকে থাকে অফুরন্ত আশা,
আঘাতেই ভেদ হবে গভীর কুয়াশা।

ঢাকা জেল, ১৫/১২/১৯৭৭

শোকে ঢাকা বিজয়

রক্ত নদী পেরিয়ে
সময়ের প্রান্ত দেখে
প্রতি বৎসর ফিরে আসে
ষোলই ডিসেম্বর,
বারুদের গন্ধে ভরা
রক্তস্নাত ডিসেম্বর,
আমরা ভুলি নাই
ভুলবো না কোনোদিন-
এখনও গ্রাম নগরের ভিড়ে
মৃত্যু হানা দেয়,
জেলের আড়ালে,
জনাকীর্ণ পথে প্রান্তরে
আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির সোপান তলে
অনাহারী শিশু কাতরিয়ে মরে।
এ মহান বিজয়ের দিনে
স্বাধীনতার সাধ পৌঁছায়নি দ্বারে
ওহে বন্ধু কি হবে আর
জীবন দানের প্রহর গুণে?
রুদ্ধ ঘরে কি পেলাম বলো
বিজয় উল্লাস করে?
এখনও মানুষ ধুকে ধুকে মরে
জীবনের সাথে যুদ্ধ করে।

ঢাকা জেল, ১৫/১২/১৯৭৭

শিশুর অধিকার

প্রত্যহ যে শিশুরা জন্ম নিচ্ছে
পৃথিবীর দ্বারে
জন্ম মাত্রই শিশু
তার অধিকার জানায়
আর্তচিৎকারে!
কৃপণ পৃথিবী তবুও নেয় না তারে আপন করে,
কঠিন মাটির উপরে শিশু গড়াগড়ি করে
আধবোজা চোখে শিশু তাকায় চারিধারে,
এতসব হিজিবিজি সে বুঝতে না পারে
নির্বোধ শিশুর মনে
হাজার প্রশ্নের ভিড় জাগে
এতসব প্রশ্নের সমাধান কোথায়?
দেয় কবে?
আমি আশাবাদী কবি
এ শিশুর ব্যথার আর্তির
যত সব দাবি,
রাত জেগে কারা প্রকোষ্ঠে
আমি এঁকে যাব তার ছবি।

ঢাকা জেল, ১৭/১২/১৯৭৭

সমাধান চাই

আমি জীবনের মূল্য পেতে চাই
জীবন সংগ্রামের শেষ কোথায়?
সমাধান চাই জীবন জিজ্ঞাসার
চাওয়া পাওয়ার ব্যবধান ঘোচাতে হবে
মানুষের মাঝে জাগাতে হবে চেতনা
আনতে হবে দ্যুতি ভোর।
নিস্ফল আশ্বাসের শৃঙ্খল ভাঙতে হবে
সান্ত্বনার লালিত বাণীর বুকে
কুঠার আঘাত হানতে হবে।
ডাল ভাত নয়, মাছ ভাত নয়
মোটা কাপড় মোটা ভাতই
যেন হয় আমার ঠাঁই।
মানবতার মর্যাদা চাই
চাই মানুষের
জন্মভূমির জয়গান।

যে নদী সমুদ্রপথে

আলোর উৎস লাল সূর্য
নদীর উৎস বিশাল পাহাড়
জীবনের উৎস জীবন সংগ্রাম
জীবনের গতি খুঁজে পায় নদী সংঘাতে
বিগলিত হাসিতে।
যে নদী শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে
চির বহমান,
সে নদী একদিন শান্তি খুঁজে পাবে
সমুদ্র পথে
মহা মিলনের বেলাভূমিতে।

পথিকের আহ্বান

মরুপথ ধূসর পথ অন্ধকার পথ
দুর্গম পথ সকল পথেরই পথিক আমি
কঠিন পথের অন্ধগর্ভে
খুঁজবো আমি শান্তির নীড়,
নীড় ভাঙা পাখি আমি নই
তীর ভাঙা ঢেউও আমি নই।
পথিক আমি
আমি কঠিন শিলার সাথী
আমি পাথরের গায়ে
পদচিহ্ন রেখে যেতে চাই।
মিলনের বেলাভূমিতে
ছড়িয়ে ডাক দিয়ে যাই
সকলেই আমরা
মিলনের অগ্রণী মন্ত্রে
সুষম বন্টনের সাথী
হতে চাই, দুর্ভেদ্য পথ আমাদের।

জীবন চাকা

রিকসা ট্রলির চাকার
সাথে জীবন বাধা,
ভোরের আযান সূর্যোদয়
ট্রলি রিকসার চাকার
সাথে কথা হয়।
কারো মাথায় মানুষের
বোঝা কারো মাথায়
মালামাল। বিন্দু মাত্র
ভুল হলে সাহেবদের
গালাগাল।
মানুষ রূপী পশু আছে
মেরে দেয় থাপ্পর কিল
ঘুষি গলা ধাক্কা
এর নাম ছয় চাক্কা।
দিনান্তে জুটে পান্তা
না হয় পোড়া রুটি
ডাল ভাত দুর্মূল্য মাছ
ভাত স্বপ্ন।
মরিচ ডলা পান্তা নিত্য
দিনের নিবারণে পেটের ক্ষুধা
রিকসা ট্রলি ভাই ভাই
সাহেব আলী
করম আলী
হিসাবের খাতা শূন্য।

গার্মেন্টস কর্মী

বাংলার গার্মেন্টস কর্মী যারা
ভোরের আলোতে কর্মে ছুটে যায় তারা
তড়িঘড়ি খাবার সারি
টিফিন বক্সে আহার ভরি
দিনান্তের নামে চলে তারা
কখন কাজে ১০টা আবার টাইম
খাতায় লেখা। মাস শেষান্তে
জীবনের ঘানি টানতে টানতে
বেতন চাইতে বাকীর হিসাব
কাজে ফাঁকি নেই কর্মে।
ফাঁকি নেই তবে কেন বেতন বাকী
বোনাস চাইতে গালাগাল
এ মাস নয় ও মাস নয়
সামনে মাসে পাবে বাকী।
বাকীর নামে পরে সবই ফাঁকি
দোকানের দেনাদারের দেনা
সুধায় কেমন করে শ্রমের
ফসল যায় মালিকের
ঘরে। গার্মেন্টস কর্মীর জীবন
চাকায় সবই পরে রয়
অসীম ফাঁকা।

জন্মদাতা

জন্মদাতা পিতা আমার মির্জা মহিদুর রহমান,
মাতা শামছুন্নাহার
পিতা মাতার লালিত প্রাণের
আদর স্নেহে সন্তানের বেড়ে ওঠায়
শিক্ষায় আলোর মশাল
জ্বেলেছিলো আমাদের পিতামাতা
পিতার কর্মে মায়ের দোয়া ও ধার্মিকতায়
পৃথিবীর আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছি
আমরা চার ভাই দুই বোন।
বাবাকে দেখেছি জাহাজের সুকানির চাকরিতে
দেখেছি তাকে বন রক্ষক গার্ডের বেশে
দেখেছি তাকে হাসপাতালে রোগীর পাশে
আর্ত পীড়িত মানুষের সেবায়
মেইল নার্সের চাকরিতে
২০০৬ খ্রি. ৮ এপ্রিলে
বাবা আমাদের মীর্জা মহিদুর রহমান
ছেড়ে গেছেন পৃথিবীর মায়া মমতার জাল
ছিন্ন করে।

৬/১১/০৭

বোঝা টানার কুলি

আমি জাহাজ ঘাটের কুলি
আমি খেয়াঘাটের কুলি
আমি রেলস্টেশনের কুলি
আমি বাসস্ট্যান্ডের কুলি
আমি হাটের কুলি, মাঠের কুলি
জীবন পাতার দর্পণ আমার হাতে,
সারাদিন মান ভরে আমি মাথায়
বোঝা তুলি, আমি জীবন
ঘাটের কুলি।
শোকে নেই সান্ত্বনা, রোগে নেই ঔষধ
নিবারণ হয় না কভু ক্ষুধার যন্ত্রণা।
শেষ হয় না কখনও দিনান্তের বোঝা
টানা। সারা জীবন বোঝা বয়ে
সমাজের কাছে কি পেলাম?

কাজের মেয়ে হাফেজা

হাফেজা, বানু, রেনু, হাজেরা
সখিনা, সাহেরা , ছাহেরা, দেলু, ফালানী
রমিছা, রাহেলা, রাহেনা, জরিনা
রিজিয়া, রেবেকা, নবিরন কাজের মেয়ে সোনাতন
দুঃখ যাদের জীবন সাথী
ব্যথা তাদের গান,
বকাবকি মার খাওয়া নিত্য যাদের
সাথী কাজের মেয়ে তাদের নাম,
সারা জীবন মারামারি, খাবার
দিয়ে টেবিল সাজালাম
পেটের ক্ষুধায় জঠর জ্বালা
পোড়া ভাত আর পাতিল ধোয়া
তরকারি পেলাম।
চোখে ঘুম নেই, নেই বিশ্রাম
মালিকের হুকুমজারি
গৃহকর্তার তিরস্কার
বাসায় বাড়ির অলঙ্কার হারায়
চেইন হারায় চুড়ি হারায় টাকা হারায়
পয়সা হারায় জুতা হারায়
আংটি হারায় কাজের মেয়ে চোর হয়।
কাজের মেয়ের সন্তান হারায়
মান হারায়, শরীরে আঘাত খায়
বেত্রাঘাত, লোহার খুন্তি পোড়ার
সেকের আঘাতে গায়ের চামড়া
ঝলসে দেয়, শেষ প্রান্তে
ঠাঁই হয় হাসপাতালের বেড
না হয় ড্রেনের মাঝে
মৃত লাশ।

মাটিকাটা মাইঠ্যাল

আমি মাইঠ্যাল
মাঠু আমার নাম
সারা জীবন
মাটি কেটে
জীবন সংগ্রামে কি পেলাম
মাটি কাটি কোদাল মাটি
মাটি কোদাল মাটি কাটা
আমি মাইঠ্যল
জীবনের ঘাটে শূন্য থালা
সঞ্চয় নেই এক কপর্দক
মাটি কাটা মাইঠ্যাল আমি
মাঠু আমার নাম।
প্রাসাদের মাটি
হাটের মাটি
ঘাটের মাটি
মাঠের মাটি
রাস্তার মাটি
কোদাল দিয়ে মাটি কাটি
মাটি আমার বন্ধু হয়
কোদাল হলো জনম দুখীর সাথী
সারাজীবন ঘর
সাজালাম অন্যের
আলোর নেশায়
থেকে হলাম বন্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- কর্নেল তাহের
- শাজাহান সিরাজ
- নানা নাছিম উদ্দিন পালোয়ান
- দাদা মীর্জা সিবার উদ্দিন
- মামা হাবিবুর রহমান পালোয়ান
- শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ছালাম
- শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবলু
- পিতা মীর্জা মহিদুর রহমান
- মাতা শামছুন্নাহার
- স্ত্রী নাজমা সুলতানা।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আনোয়ারুল হক
- শাশুড়ি দেলুয়ারা বেগ
- শ্বশুর মো. নাছির উদ্দিন আহামদ
- সদর আলী মামা
- খালু নূরুল হক- নাগরপুর
- খালাম্মা আনোয়ারা বেগম (নাগরপুর)
- প্রফেসর অধীর চন্দ্র সরকার
- এডভোকেট হেদায়েত উল্লাহ
- এমরান হাসান
- এডভোকেট দেওয়ান মো. ইব্রাহীম।
- আবু আহম্মেদ সাবেক ভিপি
- সাবেক ভিপি গোলাম ফারুক সিদ্দিকী
- হাজী মহব্বত হোসেন নাইমুর রহমান (রানা)
- মো. আখতারুজ্জামান ফারুখ
- জাহিদুল ইসলাম
- মো. নূরুজ্জামান সুইট
- প্রফেসর মীর্জা মোমেন
- প্রফেসর রাজ্জাক পালওয়ান
- আনাছ মিহসান (রাফান)
- ইসমত জাহান মিষ্টি
- মো. আসাদুজ্জামান আসাদ
- ফরিদা ইয়াসমিন
- ছালমা সুলতানা বর্না
- এডভোকেট হোসাইন আলী
- জিতেন্দ্র নাথ সরকার

- বোন মীর্জা ছালমা আক্তার বীনা
- ভাই মীর্জা আবুবকর সিদ্দিক
- ভাই মীর্জা মনিরুল হক মনির
- ভাই মীর্জা ওয়াদুদ হোসেন
- বোন মীর্জা কামরুন্নাহার কামরুন
- মীর্জা রহমান সামজিদ উজ্জাস
- মীর্জা শামীমা সুলতানা তাঞ্জিল
- আত্মীয় মনির
- ফরিদ ভাই, কুমল্লী নামদার
- বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আতাউর রহমান, চৌহাট
- আব্দুর রশিদ, খালপাড়।